REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য /১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীবিজয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র ইনজেক্সনের জন্য "সিংহ-সলিউসন" এক মাত্রার ছয় শিশি ১॥০ দেড় টাকা, দুই মাত্রার ছয় শিশি ২॥০ আড়াই টাকা।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী।

১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

১২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৩শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৩২ ইংরাজী 9th December 1925. | ১৯শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে

কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে ঘন কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমুহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থ করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে ... রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির ক... বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের ... রক্ষা... ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ ... ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১॥০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	॥৵০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা---বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৩শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৩২ সাল।

মহারাজার দান।

—:০:—

লালগোলায় মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় সি, আই, ই, বাহাদুর লালগোলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে সম্প্রতি ৩৪০০০৲ চৌত্রিশ হাজার টাকা গভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। লালগোলা স্কুলে ম্যাট্রিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাদের প্রত্যেককে উক্ত টাকার আয় হইতে দুই বৎসরের জন্য মাসিক ১০৲ দশ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হইবে, এবং উক্ত স্কুল সংলগ্ন ছাত্রাবাসের ছাত্রগণের সুবিধার জন্য ২০টি ফ্রি বোর্ড দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মহারাজা ম্যাট্রিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য আরও আটটি মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহারাজার দান সর্ব্বজনবিদিত। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। "দাতা শতং জীবতু"।

রমণীর বস্ত্র-হরণ।

—•—

দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন; কলিতে সম্প্রতি কোলারে এক যুবতীর বস্ত্র হরণের সংবাদ শুনা গিয়াছে প্রকাশ যে, বালাঘাট স্বর্ণখনির মিঃ চার্লস ফেডারিক নামক এক শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী আরোকি আক্ক নামা জনৈকা সপ্তদশ বর্ষীয় যুবতীর পরিধেয় বস্ত্র কাড়িয়া লয়েন. যুবতী জলে পড়িয়া আবক্ষ জলে নিমজ্জিত হইয়া স্বীয় লজ্জা নিবারণ করেন। বুদ্ধিহীনা যুবতী [illegible] প্রভুর [illegible] বুঝি[illegible]। পারিয়া [illegible]দেয়। পরে ব্যাপার যখন [illegible] গড়ায় তখন শ্বেতাঙ্গ প্রভু বলেন [illegible] যুবতী সোণার বালি চুরি করিতেছিল; [illegible]হাকে ধরিতে গেলে সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। যাহা হউক বিচারক সাহেবকে ৫৫৲ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

যন্ত্রের সাহায্যে নিদ্রা।

—:০:—

যাহাদের অনিদ্রা রোগ আছে, তাহাদের নিদ্রা আনয়নের জন্য এক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই যন্ত্র অনিদ্রা রোগীর সহজে নিদ্রা আনে। রোগীকে বিছানায় শয়ন করাইয়া তাহার সন্নিকটে এই যন্ত্র স্থাপন করা হয়। এই যন্ত্র হইতে পরে পরে বারটি বর্ণের আলোক একটার পর একটা নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত অনুসারে বহির্গত হয়। বিভিন্ন বর্ণের সাজান আলোক সকল যে ভাবে চক্ষে পড়ে তাহার জন্যই নিদ্রা আসে। অত্যন্ত কঠিন অনিদ্রা রোগীরও দশ হইতে পনর মিনিটের মধ্যে এই যন্ত্র সাহায্যে নিদ্রা হইয়াছে।

বহরমপুরে আবার অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার।

—•—

গত ৭ই ডিসেম্বর বেলা প্রায় ৩টার সময় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের চতুর্থ বার্ষিক (বিজ্ঞান) শ্রেণীর শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সেন গুপ্ত নামক এক ছাত্রকে বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি বহরমপুর কলেজের 'ছাত্রসঙ্ঘের' সম্পাদক ও মুর্শিদাবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভ্য ছিলেন এবং নিউ হোষ্টেলে থাকিতেন। তাঁহার ঘর পুলিশ কর্ত্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হয়, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। হোষ্টেল অনুসন্ধানের সময় বহু ছাত্র ও স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী তাঁহার প্রতি ভ্রাতৃত্বের ও স্নেহের নিদর্শনরূপ পুষ্পমাল্য ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্যের সহিত হোষ্টেল প্রান্তরে আকুলচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাত্রি ১টার সময় তাঁহাকে মেদিনীপুর জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ঐ সময়েই বহরমপুর কলেজের চতুর্থ বার্ষীক (বিজ্ঞান) শ্রেণীর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার ও গোরাবাজার দশম শ্রেণীর ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক শ্রীমান তারাপদ গুপ্তের বাটী পুলিশ অনুসন্ধান করে শ্রীযুত উমেশচন্দ্র মজুমদারের বাটীতে ছাত্রসঙ্ঘের কতকগুলি কাগজ ব্যতীত অন্য কিছুই পাওয়া যায় নাই। তারাপদ গুপ্তের বাটী নাকি 'দক্ষিণেশ্বর' বোমা মামলা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়, কিন্তু কিছু পাওয়া যায় নাই।

অদ্ভুত মৃত্যু।

—•—

বোম্বাই প্রদেশের সোলাপুরের মতি স্বামী প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বে তিনি কোন দিন দেহরক্ষা করিবেন তাহা সকলকে বলিয়াছিলেন, এবং যে দিন তিনি গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন ঠিক সেই দিনই তাঁহার দেহান্তর হয়। দেহ ত্যাগের দুই দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে তাঁহার দেহত্যাগের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে ঐদিন তাঁহার ফটো লওয়া হইয়াছিল। মৃত্যুর দিন তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তিনি স্বয়ং ছাউনীতে গিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা জনৈক মিউনিসিপাল কাউন্সলারের নিকট রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় খুব জনতা হইয়াছিল।

আসামীর ফাঁসি।

—•—

পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি শ্রীযুক্ত মল্লিকের আদালতে নিম্ন আদালতের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে শ্যামা কুর্ম্মী নামক এক ব্যক্তি আবেদন উপস্থিত করিয়াছিল। আসামী শকল চৌধুরী নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং দেওনারায়ণ সিং নামক অন্য এক ব্যক্তিকে আর্শেনিক সহযোগে রসগোল্লা খাওয়াইয়া গুরুতর জখম করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারপতিদ্বয় নিম্ন আদালতের রায় বাহাল রাখিয়া আসামীর ফাঁসীর হুকুম দিয়াছেন।

মাতৃহত্যার অভিযোগ।

—•—

হাওড়া জিলার আন্দুল গ্রামে একটী বাঙ্গালী বন্দুকের গুলিতে বিধবা স্ত্রীলোকের মৃত্যুর বিষয় লইয়া হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, কুঞ্জ নামে এক ব্যক্তি উন্মাদ অবস্থায় গত মঙ্গলবারের প্রাতঃকালে জলযোগের পর ঘরের আলমারী হইতে একটী দু'নলা বন্দুক লইয়া তাহার মাতাকে গুলি করে ফলে স্ত্রীলোকটী তৎক্ষণাৎ মারা যায়। তৎপরে তাহার পুত্র বাড়ীর বাহির হইয়া ছুটিয়া পলায়ন করে। পুলিশ সংবাদ পাইয়া মৃতদেহ পরীক্ষার্থে প্রেরণ করে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে।

জল সংশোধনে ক্লোরিন।

—•—

"চিকিৎসা-প্রকাশে" প্রকাশ, পুকুর ইত্যাদির জল অনেক সময় এমন অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ে যে, তাহা পান করা দূরের কথা, তাহাতে স্নান করাও যায় না। এরূপ জল পরিষ্কৃত করা বড় সহজ সাধ্য নহে। সম্প্রতি আমেরিকার একজন রাসায়নিক আবিষ্কার করিয়াছেন যে, নোংরা জলে ক্লোরিন মিশাইলে অতি সত্বর নির্ম্মল হইয়া উঠে। এই রাসায়নিক বলেন, পুকুর ডোবা ত দূরের কথা, এই উপায়ে বড় বড় নদী এমন কি সমুদ্রের অংশ বিশেষকেও বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করা যাইতে পারে।

টাঙ্গাইলে মুন্সেফ প্রহৃত।

—•—

পত্রান্তরে প্রকাশ, কয়েক দিন হইল, স্থানীয় তৃতীয় মুন্সেফ শ্রীযুত সুধাংশুভূষণ ঘোষ রাত্রি ৮টার সময় ক্লাব গৃহ হইতে বাসায় ফিরিয়া যাইতেছিলে, বিন্দুবাসিনী বোর্ডিং সম্মুখে কয়েক জন তাঁহাকে হঠাৎ আক্রমণ করে। সম্মুখের চৌমাথার নিকটে আলোকস্তম্ভের আলো দুর্ব্বৃত্তেরা পূর্ব্বেই নিবাইয়া দিয়াছিল। মুন্সেফ বাবুর সঙ্গীয় চাকরের

হস্তে একটী ডিজ লণ্ঠন ছিল। তাহাও লাঠির দ্বারা ভাঙ্গিয়া চাকরকেও আক্রমণ করে। মুন্‌সেফ বাবু বিচারে ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য পরায়ণ বলিয়া অল্পদিনের মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। প্রহারকারীদের মধ্যে নাকি একজন ছাত্র ছিল। তাহার ছাত্রটির এবার ম্যাট্রিকুলেশন দিবার কথা। শুনিতে পাই এই বালক ও আর কয়েক বালক নাকি মুন্‌সেফ কোর্টের নিকটবর্ত্তী সদর রাস্তা দিয়া চীৎকার করিয়া কথা কহিতে কহিতে যাইতেছিল। তাহাতে মুন্‌সেফ বাবু খাস কামরায় বসিয়া অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠেন এবং ধৃত বালককে পিয়াদা দিয়া ডাকাইয়া কিঞ্চিৎ তিরস্কারপূর্ব্বক বিশেষভাবে শাসাইয়া দেন এবং এই জন্যই সন্দেহ করিয়া উপরোক্ত বালককে ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা আরও শুনিতে পাইলাম, স্থানীয় কোন কোন জমীদার ও কোন কোন তালুকদার জোর গলায় এই রাস্তা দিয়া কথা বলিয়া যাওয়ার দরুণ মুন্‌সেফ বাবুর আদেশে পিয়াদা দ্বারা আহত হইয়াছিল। একদিন একটি মেথরকেও নাকি ঐ অপরাধে ধরিয়া লইয়া গিয়া জরিমানার ভয় দেখান হইয়াছিল। বিন্দুবাসিনী স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে, অথচ বোর্ডিংয়ের ছাত্রদিগকে এই মোকর্দ্দমার তদন্তের জন্য বাড়ী যাইতে দেওয়া হইতেছে না।

কাশীতে হত্যাকাণ্ডের পরিণাম।

—•—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট এক খণ্ড জমী লইয়া মারপিট উপলক্ষে জনৈক আহীরকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া ১৭ জন অভিযুক্ত হইয়াছিল। কাশীর দায়রা জজ এই মামলার রায় দিয়াছেন। সিদ্ধ সিংহ ও বিদ্ধ সিংহের প্রতি ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। ছেদী সিং, সুরতন সিং, রামনাথ সিং, জ্বালা সিং, কাল্লু সিং শ্রীমান সিং এবং গজাধর সিং, এই সাতজন মুক্তি পাইয়াছে। আর বাকী আটজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

স্ত্রীলোকের বাঘের বাচ্চা প্রসব।

—•—

শ্রীহট্টের "পরিদর্শকে" প্রকাশ, তেলিহাওর নিবাসী ভারতচন্দ্র মালাকরের স্ত্রী ৩ মাস গর্ভধারণের পরে এক বাঘের বাচ্চা প্রসব করিয়াছে। স্থানীয় বন্দর বাজারে বি, কে, পাল কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ একটা স্পিরিটের বোতলে এই অদ্ভুত জীবটির মৃতদেহ রাখিয়া দিয়াছেন। এই আজব গল্প কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন কি?

কেন
জবাকুসুমই
চাই?

চুলের গোড়া শক্ত, চুলের গোড়া ঘন ও চুল কুচ্‌কুচে কাল করতে; অকালপক্কতা, টাক্, খরামাস, খুস্‌কি, মাথা ঘোরা, মাথাধরা, চখে ঝাপসা দেখা, শারীরিক অবসাদ, নিদ্রানাশ প্রভৃতি উপসর্গ সারতে - - - - - -

জবাকুসুমের
প্রায় ৫০ বৎসরের
খ্যাতি আছে।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ
২৯ কলুটোলা—কলিকাতা।

সর্ব্বজ্বর বিনাশক
ব্রানটন মিক্‌শ্চার।
ম্যালেরিয়ার হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি।
অদ্যই আনাইয়া লউন।
বড় শিশি ১৬ মাত্রা ১।০
ছোট শিশি ৮ মাত্রা ৸০ মাত্র।
ব্রানটন ফার্ম্মেসী।
৬৯, সুকিয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

ডাঃ এন, এল, পালের
সুদর্শন সার।
(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র)
দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা
ডাঃ নন্দলাল পাল।
রঘুনাথগঞ্জ।

কয়েকটী অতুলনীয়

মহৌষধ।

মনি তৈল—কেশ ব্যাধির জন্য।

বাতগজকেশরী তৈল—বাতের জন্য।

কর্ণ তৈল—কর্ণ ব্যাধির জন্য।

বাজীকরণ তৈল—গোপনস্থানের দোষের জন্য।

মনি মলম—দাদের জন্য।

শ্বেতকুষ্ঠ গুটিকা—শ্বেতকুষ্ঠের জন্য।

আমাদের বহিঃপ্রয়োগের ও সেবনের ঔষধাবলী অত্যন্ত ফলপ্রদ ও ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ষ্ট্রেইট্ সেটেল্মেণ্ট প্রভৃতি স্থানের প্রতি গৃহের ঔষধ ভাবে সুপরিচিত। এই ঔষধ সমূহের একটী তালিকার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় এক খানা কার্ড লিখুন।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমস্থত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৴০ এক টাকা পাঁচ আনা

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

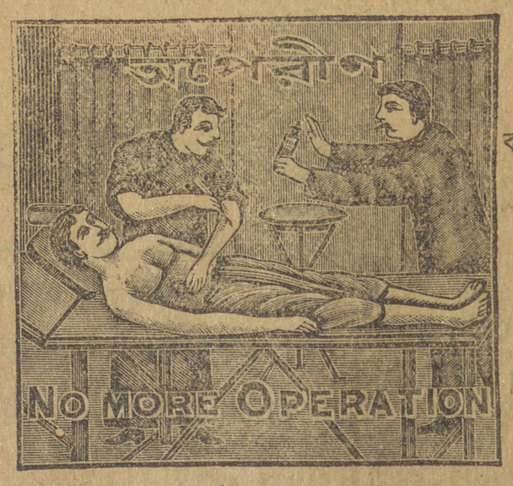

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সালিউসন্

...বনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। ...দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু ...য, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷০ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

১নং। দামোদর সুধা। ঃ—

মূল্য ৷৵০

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ। ঃ—

বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীত্‌লী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷০ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ—ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵০ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

৪নং। একজিন ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ৷০ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।